দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 20 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

আর একটি লজ্জাজনক রিপোর্ট

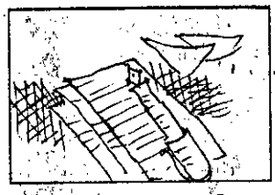

বাংলাদেশে দুর্নীতি অতিমাত্রায় খোলামেলা হয়ে গেছে। প্রতিবছর বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই দুর্নীতি সম্পর্কিত লজ্জাজনক রিপোর্ট প্রকাশ হলেও তা বন্ধে যে তেমন কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না সেটাও বোঝা যাচ্ছে ঘুষের হিসাবের বহর দেখে। গত মঙ্গলবার জার্মানিভিত্তিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বা টিআইয়ের জরিপ রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশের সাতটি সেবা খাতের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তারা বছরে সাত হাজার আশি কোটি টাকা ঘুষ আদায় করে থাকে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশে একটি অভিন্ন প্রশ্নপত্রের আলোকে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা খাতের ওপর একযোগে জরিপ পরিচালনা করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের স্থানীয় চ্যাপ্টারগুলো। বাংলাদেশ সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করে এবং মঙ্গলবার ভারত-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-নেপাল-বাংলাদেশ ও জার্মানিতে একযোগে এই জরিপ রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। যদিও এবার র‍্যাংকিং করা হয়নি, তবে খাতওয়ারী যে হিসাব তুলে ধরা হয়েছে তা চাঞ্চল্যকর। বিশেষ করে পুলিশ, নিম্ন আদালত এবং শিক্ষাখাতের দুর্নীতির খতিয়ান খুব স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয় নৈতিকতারও কি পরিমাণ অবক্ষয় ঘটেছে। ক্রম অনুযায়ীও সবচেয়ে বেশি ঘুষ লেনদেনের খাত হচ্ছে এ তিনটিই। পুলিশের কাছে সহায়তা লাভের জন্য যাওয়া ৮২ শতাংশ লোক দুর্নীতির শিকার হন।

বিচার বিভাগের নিম্ন আদালতে দুর্নীতির মাধ্যমে বছরে ১ হাজার ১শ' ৩৫ কোটি টাকা লেনদেন হওয়ার কথা বলা হয়েছে রিপোর্টে। বিচার সংক্রান্ত কাজে নিম্ন আদালতে যাঁরা যান তাঁদের ৭৫ শতাংশের বেশি দুর্নীতির শিকার হন। কোর্ট কর্মচারী, পাবলিক প্রসিকিউটর, বিপক্ষের উকিল এবং কতিপয় ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারাও দুর্নীতির শিকার হন লোকজন। বছরে ৯২০ কোটি টাকা অবৈধ লেনদেন হয় শিক্ষা খাতে। বিচিত্র এ ক্ষেত্রের দুর্নীতির উপলক্ষগুলো। ভর্তির বিকল্প প্রক্রিয়া থেকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীও রয়েছে এর মধ্যে। স্বাস্থ্যখাতে বছরে ১২শ' ৫০ কোটি টাকা ঘুষ আদায় করে স্বাস্থ্য খাতের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। অন্য যে খাতগুলোয় বেশি দুর্নীতি হয় সেগুলো হলো, যথাক্রমে বিদ্যুত বিভাগ, ভূমি প্রশাসন বিভাগ, কর বিভাগ এবং কৃষিঋণ বিভাগ। টিআই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বিভিন্ন খাতে উন্নয়নের জন্য বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৫ শতাংশই দুর্নীতির মাধ্যমে লুটপাট হয়ে যায়। ফলে কাঙ্ক্ষিত দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য অর্জিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের বেশিরভাগ সরকারী অফিসেই ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়ে না। অনেক সরকারী কর্মচারী ঘুষকে নিয়মিত আয়ের উৎস বলেই মনে করে। কিন্তু এর ফলে সরকারী কাজকর্মের মান দিনকে দিন নেমে যাচ্ছে।

এর দরুন যে অসম্মানকর একটি ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে, তা দেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় তো বটেই, বিদেশী বিনিয়োগকারী-পর্যটক-উন্নয়নকর্মী সকলকেই ক্ষুব্ধ করে। পুলিশ এবং দেশের নিম্ন আদালত পর্যায়ের বিচার ব্যবস্থার দুর্নীতির বাড়াবাড়ি দেশের ভাবমূর্তির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে। দেশের নীতি নির্ধারক এবং রাষ্ট্র পরিচালকদের কাছে এখন প্রশ্ন রাখতে হচ্ছে, আর কতদিন এ রকম ক্ষতিকর এবং লজ্জাজনক অব্যবস্থা চলবে? দুর্নীতির মূলোৎপাটনে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে না পারলে আইনশৃঙ্খলাই হোক কিংবা দারিদ্র্য বিমোচনই হোক অথবা সরকারের ভাবমূর্তির উন্নয়নই হোক-কিছুই হবে না।